অপর মামলা নং ১৬৫/২০১৮

উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া , চট্টগ্রাম

আদেশ নং- ৩৫

তারিখ- ০৭/০৮/ ২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ আরজির ১ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভ্রমাত্বকভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় ১-৬০ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন।

বাদীর আরজির মূল বক্তব্য এই, নালিশী আর এস ৪২৪ খতিয়ান ও অবিরোধীয় খতিয়ান ৪২১/৪২২/৪২৩/৪২৩/১,৪২৩/২,৪২৫/৪২৬/৬০৮/৭০৭/৭০৮/৭২৩/৭২৪/৭২৫/৭২৬/ ৭২৭/৭২৯/৭৪৩/৭৪৪ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিল আম্মর আলীর ৫ পুত্র নেজাম আলী , মঈন উদ্দিন, নূর উদ্দিন, ফজর আলী ও কাইম উদ্দিন। পারিবারিক আপোষ বন্টনে নূর উদ্দিন বিরোধীয় দাগ সহ অবিরোধীয় ৪২৩/৪২৩/১,৬০৮/৭০৭/৭৪৩/৭৪৪ খতিয়ানের দাগে সর্বমোট ২২১ শতক ভুমি এককভাবে প্রাপ্ত হয়। ১ নং তফসিল বর্নিত অবশিষ্ট আর এস খতিয়ানের আন্দরে মোট ২০.৫১ একর আন্দরে $\frac{১}{৫}$ অংশে ৪১০.২০ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়। এভাবে নূর উদ্দিন সর্বমোট ৬৩১.২০ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরেন ২য় স্ত্রী মজলিস খাতুন, ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত ১ পুত্র ইসহাক আহমদ ও ৩ কন্যা জয়গুণ বিবি, ফুল বানু ও রাবেয়া খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নূর উদ্দিনের কন্যা ফুলবানু আপোষমতে ১(ক) বিরোধীয় তফসিলের ভুমি প্রাপ্ত হয়। ফুলবানু তাহার প্রাপ্ত ১১০.৪৬ শতক এর মধ্যে বিগত ২১/০১/১৯৬৭ ইং তারিখে ২৩ নং কবলামুলে এবং ২৪/০২/১৯৬৮ ইং তারিখে ৯২৮ নং কবলামূলে অবিরোধীয় দাগে ৩০ শতক ভুমি সিরাজুল হকের নিকট বিক্রয় করেন। বিক্রিবাদ অবশিষ্ট ভুমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় ফুলবানু মরনে ১ কন্যা আনোয়ারা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ফারায়েজ মতে আনোয়ার খাতুন তাহার মাতা থেকে অর্ধেক অংশ মতে ৪০.২৩ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়। আনোয়ারা খাতুন ১(ক) তফসিলী ভুমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে ১-৬ নং বাদীগণ ও পুত্র ইব্রাহিম মরনে ৭-৯ নং বাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বিগত ১০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তফসিলোক্ত সম্পত্তির

খাজনা পরিশোধ করতে গিয়ে বি এস খতিয়ান ভুল বিষয়ে জানতে পারেন। বিগত ১৭/০৪/২০১৮ ইং তারিখে তর্কিত খতিয়ানের সি.সি কপি সংগ্রহ করে উক্ত ভুল রেকর্ড বিষয়ে সম্যক অবগত হন। নালিশী সম্পত্তির ভুল বি এস রেকর্ডের কারনে বাদীগনের স্বত্বে কালিমা লেপন হওয়ায় বাদীগণ অত্র মামলা আনয়ন করেন।

১-৬০ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি করা হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ৩১/০৩/২০২১ ইং তারিখের ১১ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

বাদীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানার্থে ০২ জন সাক্ষী বাদীগনের আম-মোক্তার **মোঃ আলমগীর কে P.W.-1** এবং মোঃ আলী কে **P.W.-2** হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিন্মবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। ২৫/০৯/২০১৮ ইং তারিখের ৪ নং আম-মোক্তারনামা দলিল প্রদর্শনী- ১

২। আর এস ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৩/১, ৪২৩/২, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৪, ৬০৮, ৭০৭, ৭০৮, ৭২৩,৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭২৪ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদ- ২ সিরিজ

৩। বি এস ৫৩৪ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-৩

৪। ২৬/০২/১৯৬৮ ইং তারিখের ৯২৮ নং কবলার সি.সি প্রদর্শনী-৪

বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় বাদীর আরজি বক্তব্য বাদীপক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যর আলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রদর্শনী-২ সিরিজ আর এস ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৩/১, ৪২৩/২, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৪, ৬০৮, ৭০৭, ৭০৮, ৭২৩,৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭২৪ খতিয়ান হতে দেখা যায় উক্ত খতিয়ান ভুক্ত সর্বমোট (২৭৩ + ২১২ + ২৮১ +২৮+ ২২৪+ ২২০+ ২৪৭+ ৩৬০+ ৪৫+ ১১০+৩৫+১৮+ ১২+৮+ ১৫+২৫+ ১৪ + ২৫৭+ ৮০৯+ ১৫) = ৩২০৮ শতক ভুমির সমান অংশে মালিক ছিল আস্কর আলীর ০৫ পুত্র নেজামত আলী, ফজর আলী, মইণ উদ্দিন, কাইম উদ্দিন ও নূর উদ্দিন। অংশমতে প্রত্যেক ভ্রাতা ৬৪১.৬ শতক করে ভুমি প্রাপ্ত হন। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আর এস রেকর্ডী নূর উদ্দিন বিরোধীয় ৪২৪ খতিয়ানের ২৩৭০ দাগের ভুমি সহ অবিরোধীয় খতিয়ানের দাগে সর্বমোট ৬৩১.২০ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে ২য় স্ত্রী মজলিস খাতুন, ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত ১ পুত্র ইসহাক আহমদ ও ৩ কন্যা জয়গুণ বিবি, ফুল বানু ও রাবেয়া খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।

ফারায়েজ মতে , স্ত্রী মজলিস খাতুন ৭৮.৯০ শতক, পুত্র ইসহাক আহমদ ২২০.৯২ শতক এবং ৩ কন্যা জয়গুণ বিবি ১১০.৪৬ শতক , ফুল বানু ১১০.৪৬ শতক ও রাবেয়া খাতুন ১১০.৪৬ শতক করে ভূমি প্রাপ্ত হন। বাদীপক্ষের দাখিলী কবলা প্রদর্শনী -৪ ও ৫ হহে দেখা যায়, ফুলবানু তাহার প্রাপ্ত অংশভূমি হতে ৩০ শতক ভূমি জনৈক সিরাজুল হকের নিকট বিক্রয় করেন। ফুলবানু বাদবাকি ৮০.৪৬ শতক ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে ১ কন্যা আনোয়ারা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ফারায়েজ অনুসারে আনোয়ারা খাতুন তাহার মাতা হতে ৪০.২৩ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত আনোয়ারা খাতুন মরনে ১-৬ নং বাদীগণ ও পুত্র ইব্রাহিম মরনে ৭-৯ নং বাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। দাখিলী সমস্ত দলিলাদি একত্রে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাদীগণ তফসিল বর্নিত নালিশী আর এস ৪২৪ খতিয়ানের আর এস ২৩৭০ দাগের সামিল বি এস ৫৩৪ খতিয়ানের বি এস ২৬১৪ দাগে ৪০.২৩ শতক ভূমিতে মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান হন।

বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে রেকর্ড হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। **প্রদর্শনী-৩** বি এস ৫৩৪ খতিয়ান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী আর এস ২৩৭০ দাগের সামিল বি এস ২৬১৪ দাগের সমুদয় ২২৩ শতক ভূমি সাইর মোহাম্মদ ও এমদাদ হোসেন এর নামে লিপি হয়েছে। উক্ত ২৬১৪ দাগের ভূমিতে বাদীগনের পূর্ববর্তী ফুলবানুর মালিকানা থাকলেও তাহার নাম বি এস খতিয়ানে আসেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে, নালিশী সম্পত্তির বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে। সাক্ষীগনের বক্তব্য হতে ইহা পরিস্কার যে তর্কিত সম্পত্তির বি এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হলেও বাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা নালিশী সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব ও দখল থাকার বিষয়টি প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলায় করায়, বাদীপক্ষ হতে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণাদি অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির মর্মে আমি বিবেচনা করি। এরুপ পরিস্থিতিতে উক্ত অবিসংবাদিত ও অবিকৃত সাক্ষ্যসমূহ গ্রহন করা এবং উক্ত অলঙ্ঘনীয় দালিলিক সাক্ষ্য ও আরজি বর্নিত বক্তব্যের উপর নির্ভর করা ব্যাতিরেকে আদালতের সম্মুখে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ তাহার আরজি প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার বলে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মামলা ডিক্রিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৬০ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রি হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী ১ নং বিরোধীয় তফসিল বর্ণিত ৪০.২৩ শতক ভূমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভূমি সম্পর্কিত বি.এস ৫৩৪ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যা বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম